আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ



১৩



আনাড়ির গালগল্প

'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো



আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

১৩

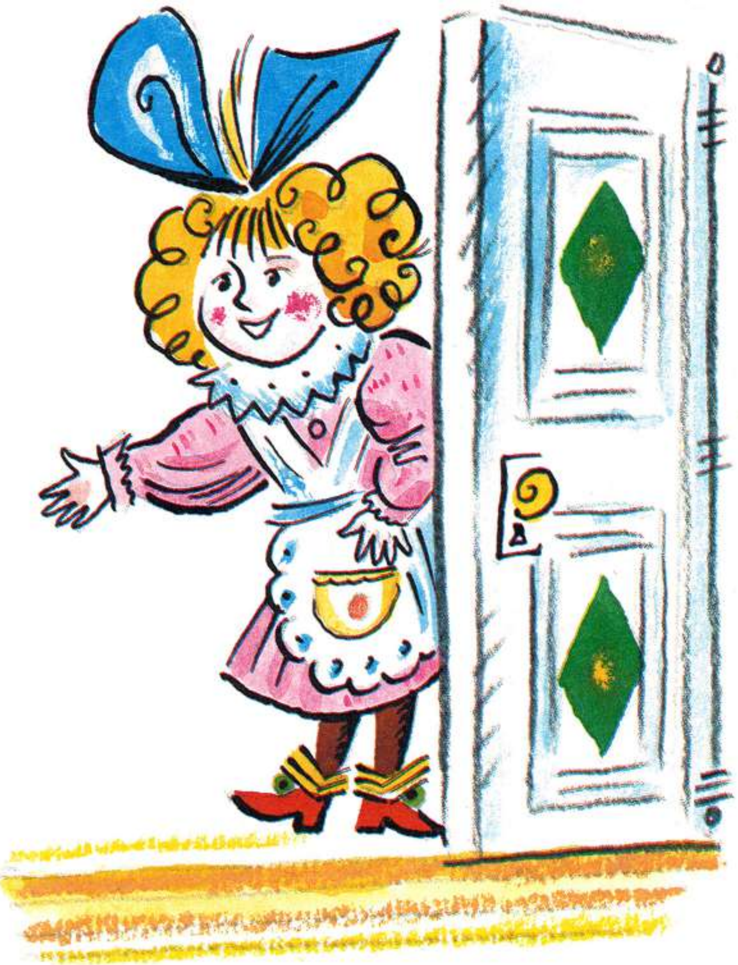
আনাড়ির গালগল্প

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন



'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো





আনাড়ি চটপট জামাকাপড় পরে নিল। কাঠের সিঁড়িতে খচমচ আওয়াজ তুলতে তুলতে দোতলায় গিয়ে উঠল। এসে ঢুকল একটা ঘরে। এই ঘরটা নীচতলার ঘরটার চেয়ে একটু ছোট, কিন্তু অনেক বেশি আরামের। রাস্তার দিকে অর্ধেক গোলমতন দুটো জানলা, জানলায় সুন্দর পর্দা ঝুলছে। দুটো জানলার মাঝখানে একটা দরজা। দরজার বাইরে ঝুল-বারান্দা। ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল। সারা টেবিল জুড়ে নানা আকারের বাটি রেকাব আর থালায় থরে থরে সাজানো পিঠে-পুলি, মণ্ডামিঠাই, খাস্তা গজা, নিমকি, সিমাই, মোরব্বা আরও কতই না খাবার-দাবারের ছড়াছড়ি! বোঝাই যাচ্ছে যে খুকুরা আনাড়িকে ভোজ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে। টেবিলে এত সব রাজসিক খাবার-দাবার দেখে আনাড়ির চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

সেই যে দুই খুকু যাদের একজনের মাথায় ফুল করে ফিতে বাঁধা আর অন্যজনের মাথায় দুটো বিনুনি, তারা ততক্ষণে চা ঢালতে শুরু করে দিয়েছে। কোঁকড়া-চুল খুকু পাশের একটা জালবাক্স থেকে আপেলের একটা মিষ্টি বার করছে।

নীল ঝুমকো তার বান্ধবীদের সঙ্গে আনাড়ির আলাপ করিয়ে দিল। যার মাথায় দুটো বেণী তার নাম কাঠবিড়ালি, যার মাথায় ফুল করে ফিতে বাঁধা তার নাম খরগোস, আর যার চুল কোঁকড়া তার নাম ফড়িং। আনাড়ির খেতে বসার তর সইছিল না। কিন্তু এমন সময় দরজা খুলে গেল — ঘরে ঢুকল আরও চারজন খুকু। নীল ঝুমকো তাদের সঙ্গে আনাড়ির আলাপ করিয়ে দিতে লাগল।

'এরা সব আমাদের পড়শী — মিশি, ঝাউ, কনকচাঁপা, কদমা।'

খুকুরা চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল আনাড়িকে।

'আপনি বুঝি বেলুনে চেপে এখানে উড়ে এসেছেন?' কালো-চুল মিশি জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, বেলুনে চেপে এসেছি,' টেবিলের দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে গম্ভীরভাবে আনাড়ি উত্তর দিল।

'বেলুনে চড়ে আকাশে উড়তে ভয় করে না?' মোটা থপথপে কদমা জিজ্ঞেস করল।

'সাঙ্ঘাতিক!... ওঃ যা ভয় করে!... না, মানে, এট্টুও ভয় করে না!' হঠাৎ আনাড়ির খেয়াল হল কী বলতে কী বলে ফেলছে।

'কী সাহসী আপনি! আমি হলে ত কেটে ফেললেও বেলুনে চড়ে উড়তে রাজি হতাম না,' ঝাউ বলল।

'কোথা থেকে এসেছেন আপনি?' কনকচাঁপা জিজ্ঞেস করল।

'ফুলনগরী থেকে।'

'কোথায় সেই ফুলনগরী?'

'ওই ওখানে,' হাতটা এদিক-ওদিকে উলটো পালটা নেড়ে আনাড়ি বলল। 'শশানদীর ধারে।'

'অমন নদীর নাম বাপু জন্মেও শুনি নি,' মিশি বলল। 'অনেক দূরে হবে বোধ হয়, তাই না?'

'হ্যাঁ, অনেক দূরে,' আনাড়ি তার কথায় সায় দিয়ে বলল।

নীল ঝুমকো অতিথিদের আসনে বসতে বলল।

'আচ্ছা, এবারে খেতে বসতে হয়, নইলে চা জুড়িয়ে যাবে।'

আনাড়িকে আর দ্বিতীয়বার সাধতে হল না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে সে জায়গায় বসে পড়ল। পিঠে-পুলি, মোরব্বা আর মণ্ডামিঠাই মুঠো করে তুলে মুখের ভেতরে ঠাসতে লেগে গেল। খুকুরা প্রায় কিছুই খেল না। আনাড়ির কাছ থেকে বেলুনের কথা শোনার এত ইচ্ছে যে খাবার অবসরই হল না তাদের।

শেষকালে ফড়িং আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, বেলুনে ওড়ার বুদ্ধিটা কার মাথায় এলো বলবেন কি?'

'আমিই মাথা খাটিয়ে বার করেছি,' প্রাণপণে চোয়াল নাড়িয়ে তাড়াহুড়ো করে পিঠের একটা টুকরো চিবুতে চিবুতে আনাড়ি জবাব দিল।

'ও মা! সত্যি নাকি? আপনি?' চারপাশ থেকে সকলে কলবল করে উঠল।



'হলফ করে বলছি! বুকে হাত দিয়ে বলছি!' বলতে গিয়ে গলায় একটা পিঠে ঠেকে প্রায় বিষম খাওয়ার অবস্থা হল আনাড়ির।

'কী দারুণ! আমাদের বলুন না, কী করে কী হল,' কদমা ধরে বসল।

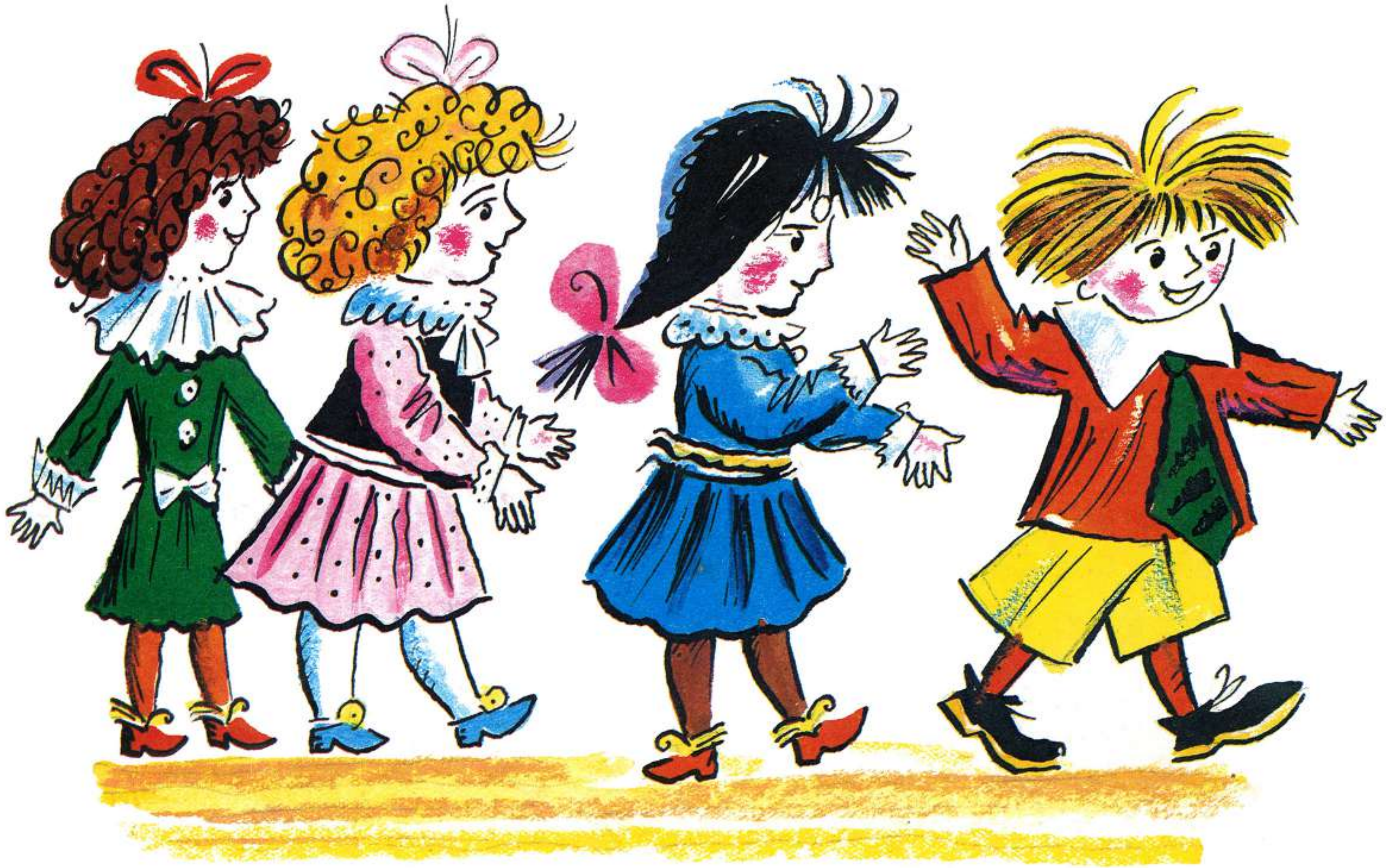
'বলাবলির আর কী আছে?' আনাড়ি দুহাত ছড়াল। 'অনেক দিন থেকেই আমাদের খোকনরা মাথা খাটিয়ে কিছু একটা বার করার জন্যে বড্ড ঝোলাঝুলি করছিল। শুধুই বলে, "কিছু একটা বার কর না রে ভাই, যা হোক কিছু একটা বার কর মাথা খাটিয়ে।" আমি বলি, "আমার ভাই মাথা খাটিয়ে এটা ওটা বার করতে করতে ঘেন্না ধরে গেল। এখন তোমরা নিজেরাই মাথা ঘামাও গে।" ওরা

বলে, "সে কি আর আমাদের কম্ম! আমরা যে একেবারে বোকা-সোকা। তুই চালাক চতুর। ভেবে বার করতে করতে তোর কীই বা এমন কষ্ট? বার কর ভাই একটা কিছু!" **শেষ** কালে আমি বললাম, "আচ্ছা বেশ! বার করব 'খন।" তারপর ভাবতে বসে গেলাম।'

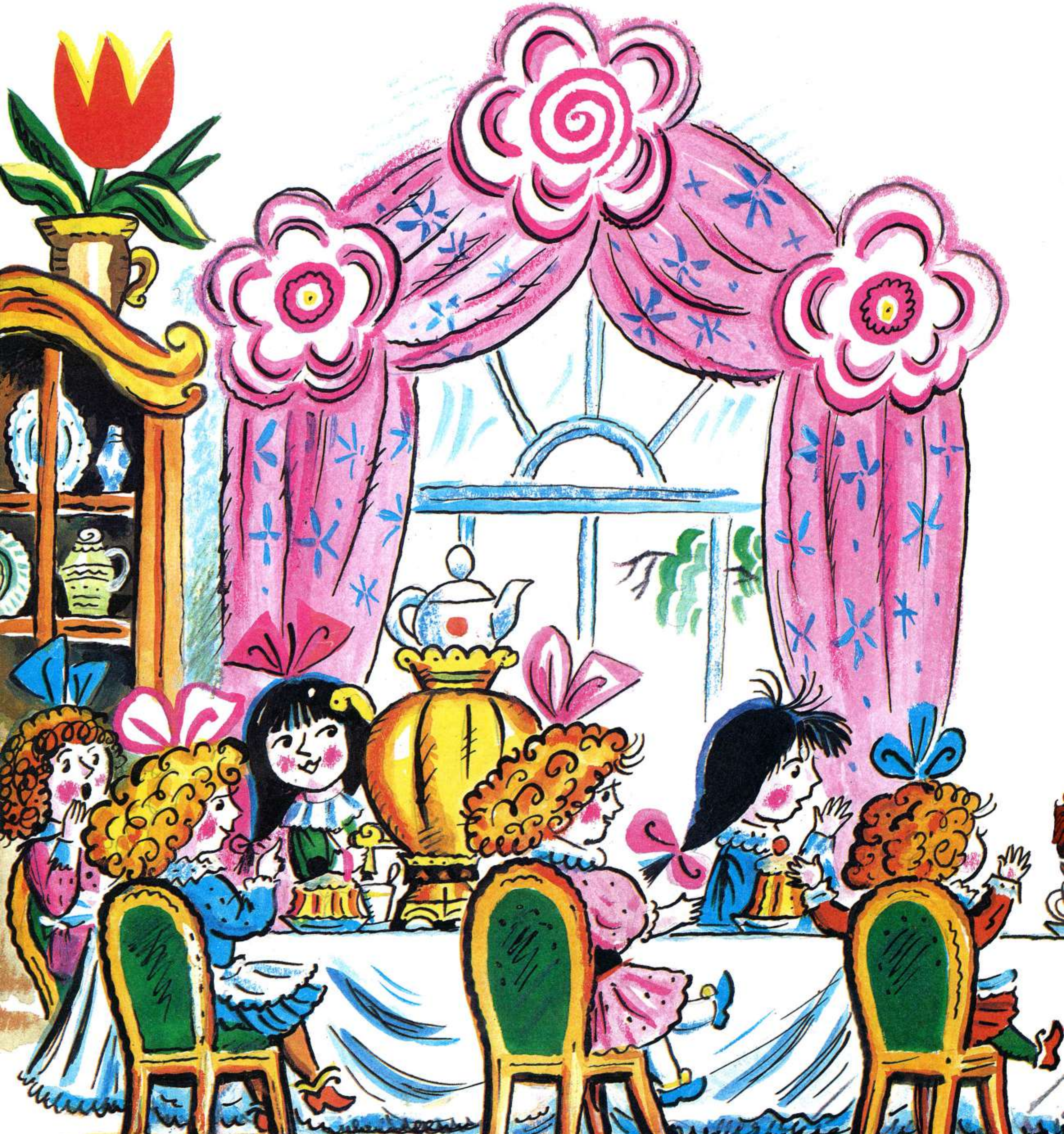
আনাড়ি ভাবুক-ভাবুক চেহারা করে পিঠে চিবুতে শুরু করল। খুকুরা অস্থির হয়ে তার দিকে তাকাতে লাগল। শেষকালে আনাড়ি এই পিঠেটা শেষ করে আরও একটার জন্য হাত বাড়াচ্ছে দেখে কাঠবিড়ালি আর স্থির থাকতে পারল না। সে বলল:

'ওই যে আপনি বললেন না, ভাবতে শুরু করলেন... তারপর?'

'ও হ্যাঁ!' হঠাৎ যেন হুঁশ হল আনাড়ির। পিঠে দিয়ে টেবিল চাপড়ে বলল, 'তিন দিন তিন রাত আমি ভাবলাম। তারপর? কী মনে করেন? শেষ পর্যন্ত ভেবে বার করলাম। বললাম, "শোনো ভাই, একটা বেলুনের কথা ভেবেছি তোমাদের জন্যে!" বানালাম বেলুন। কবি ফুলকুমার... এই নামে এক কবি আছে আমাদের ওখানে... হ্যাঁ, ফুলকুমার ত আমাকে নিয়ে কবিতাই লিখে ফেলল।







আরম্ভটা এই রকম: "আনাড়ি সে আমাদের, বেলুন করেছে বার..." না, না, বোধ হয় এই রকম: "আমাদের আনাড়ি সে, বেলুন করেছে বার..." নাকি: "বেলুন করেছে বার আমাদের আনাড়ি সে..." নাঃ ভুলে গেছি! জানেন, আমাকে নিয়ে অনেক কবিতা লেখা হয়েছে। অত কি আর মনে থাকে?'

আনাড়ি আবার পিঠে খেতে শুরু করল।

নীল ঝুমকো জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবে বেলুন বানালেন?'

'ওঃ সে যা বিরাট কাজ! রাত নেই দিন নেই আমাদের খোকনরা সকলে কাজ করে চলে। কেউ রবারের আঠা লাগায়, কেউ পাম্প করে বেলুন ফোলায়। আমি শুধু শিস দিই আর ঘুরে বেড়াই... মানে শিস ঠিক দিই না, সবার ওপরে খবরদারি করি — কাকে কী করতে হবে বলি। আমি না বলে দিলে কেউ কিছু বোঝে না। সবাইকে বুঝিয়ে দাও, সবাইকে দেখাও। বড়ই দায়িত্বের কাজ, কেননা বেলুন যে-কোন মুহূর্তে ফাটতে পারে। আমার দুজন সাকরেদ আছে — নাট আর বল্টু — সব কাজে ওস্তাদ তারা। হাতের কাজ ভালোই করতে পারে, কিন্তু মাথা তেমন কাজ করে না। ওদের সব কিছু বুঝিয়ে দিতে হয়, দেখিয়ে দিতে হয়। আমি ওদের বোঝালাম কী করে ডেকচি বানাতে হয়। কাজ শুরু হয়ে গেল, ডেকচিতে জল টগবগ করে ফুটতে লাগল, হুস হুস করে ভাপ বেরোতে লাগল। ওঃ সে কী সাংঘাতিক কাণ্ড!'



খুকুরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে আনাড়ির বৃত্তান্ত শুনতে লাগল।

'তারপর? তারপর কী হল?' আনাড়ি থামতেই সকলে একসঙ্গে প্রশ্ন করে উঠল।

'শেষকালে ওড়ার দিন,' আনাড়ি বলে চলল। 'হাজার হাজার টুকুন বেলুন ওড়া দেখার জন্যে এসে জমা হল! একদল বলে বেলুন উড়বে, আরেক দল বলে উড়বে না। শুরু হয়ে গেল মারপিট। যারা বলল উড়বে, তারা ধরে পেটাতে লাগল তাদের, যারা বলল উড়বে না, আর যারা বলল উড়বে না, তারা ধরে পেটাতে লাগল তাদের, যারা বলল উড়বে। নাকি... না... মনে হচ্ছে তার উলটোটা।... মোদ্দা কথা, কারা কাদের ধরে পেটাচ্ছে বলা মুশকিল। যে যাকে পাচ্ছে ধরে পেটাচ্ছে।'



'ওতে কিছু আসে যায় না,' নীল ঝুমকো বলল। 'মারামারির কথা বাদ দিয়ে বরং বেলুনের কথা বলুন।'

'বেশ,' আনাড়ি রাজি হয়ে বলল। 'মানে, ওরা যখন মারামারি করতে লাগল আমরা ততক্ষণে ঝুড়িতে উঠে পড়েছি। আমি একটা বক্তৃতা দিলাম, বললাম, বিদায় ভাইরা, আমরা এবারে উড়ছি! এই বলে তা আমরা ওপরে উঠে গেলাম। ওপরে উঠতে উঠতে দেখি নীচের মাটিটা এই এতটুকুন — এই পিঠেটার থেকে এতটুকু বড় নয়।'



'বলেন কী!' খুকুরা হাঁ হয়ে গেল।

'মিথ্যে বললে আমার জিভ যেন খসে যায়!' আনাড়ি দিব্যি গেলে বলল।

'আহা, অমন বাধা দিও না!' বিরক্ত হয়ে নীল ঝুমকো বলল। 'ঝামেলা করো না। মিছে কথা ত আর বলবে না।'

'ঠিক কথা। বাধা দেবেন না, বাধা দেবেন না আমাকে মিছে বলতে... মানে — থুড়ি! — সত্যি বলতে বাধা দেবেন না,' আনাড়ি বলল।



'বলে যান, বলে যান!' সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

আনাড়ি বলে চলল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম... উড়ছি, মানে অনেক ওপরে উড়ছি। এমন সময়... দুম! আর ত ওপরে উঠছি না আমরা! তাকিয়ে দেখি, মেঘের গায়ে এসে ঠেকে গেছি। এখন কী উপায়? কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে মেঘের গায়ে গর্ত করলাম। আবার উড়তে শুরু করলাম ওপরে। হঠাৎ দেখি, আরে আমরা উড়ছি শূন্যে পা তুলে! আকাশ আমাদের পায়ের নীচে, আর মাটি — মাথার ওপরে।'

'এরকম কেন হল?' খুকুরা অবাক।

আনাড়ি ব্যাখ্যা দিল, 'এ হল প্রকৃতির নিয়ম। মেঘের রাজ্য ছাড়িয়ে আরও ওপরে চলে গেলে উল্‌টো হয়েই উড়তে হবে। আমরা উড়তে উড়তে একেবারে ওপরে চলে গেলাম — সেখানে কী ঠাণ্ডা, কী ঠাণ্ডা!— শূন্য ডিগ্রীর এক হাজার আর এক-দশমাংশ নীচে। ঠাণ্ডায় সব জমে বরফ। বেলুন জুড়িয়ে গেল, নীচে নামতে শুরু করে দিল। কিন্তু আমার সঙ্গে চালাকি! আমি আগে থাকতেই ঝুড়িতে কিছু বালির বস্তা রেখে দিয়েছিলাম। আমরা এবারে বস্তা ফেলতে শুরু করলাম। বস্তা ফেলি আর ফেলি — দেখতে দেখতে সব বস্তা শেষ। এবারে উপায়? আমাদের সঙ্গে একটা খোকন











ছিল, তার নাম চৌকস। ভীতুর ডিম আর কাকে বলে! যেই দেখল বেলুন পড়তে শুরু করেছে অমনি জুড়ে দিল কান্না। তারপর হঠাৎ একটা প্যারাশুট নিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়ে সটান বাড়ি। বেলুনও অমনি হালকা হয়ে গেল, ফের ওপরে উঠতে লাগল। তারপর ফের হঠাৎ নীচে নামতে থাকল, দুম করে মাটিতে একটা আছাড় খেয়ে লাফিয়ে উঠল, তারপর আবার উঃ কী আছাড়টাই খেল!... আমি ঝুড়ির ভেতর থেকে গড়িয়ে পড়ে গেলাম — ঠকাস করে মাটিতে ঠুকে গেল মাথাটা!...'

গল্প বলতে বলতে আনাড়ি এতই তার ভেতরে ডুবে গিয়েছিল যে সে টেবিলের ওপর এক ঘুসি মেরে বসল — ঘুসিটা অবশ্য গিয়ে পড়ল পিঠের থালার ওপর। পিঠের ভেতরকার রস আর পুর চারদিকে ছিটে একাকার।

খুকুরা চমকে উঠল। ভয়ে তারা এমন আঁতকে উঠল যে চেয়ার থেকে পড়ে যায় যায়।

'তারপর কী হল?' ধাতস্থ হয়ে আসার পর তারা জিজ্ঞেস করল।

'তারপর আর মনে নেই।'

কারও মুখে কোন কথা নেই। খুকুরা সকলে অবাক হয়ে, এমন কি অনেকটা ভক্তি ভরেই তাকিয়ে রইল আনাড়ির দিকে। তাদের চোখে সে তখন সত্যিকারের এক বীরপুরুষ।

শেষকালে নীল ঝুমকো বলল, 'আপনার বেলুন দেখে আমরা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কাল সন্ধেবেলা আমরা ঝুল-বারান্দায় বসে বসে চা খাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখি একটা বিশাল গোল বেলুন আমাদের বাড়ির দিকে নেমে আসছে। হঠাৎ বাড়ির বেড়ার সঙ্গে ধাক্কা খেল সেটা। তারপর দুম্‌ ফটাস! বেলুন ফেটে গেল। আমরা ছুটে গেলাম, কিন্তু বার্চ গাছের বাকলের ঝুড়িটা

ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।'

'আপনি মড়ার মতো পড়ে ছিলেন!' খরগোস বলল। 'কী সাঙ্ঘাতিক!'

'আপনার একটা বুট পায়ে, আরেকটা ঝুলছে বেড়ার গায়ে, আর টুপিটা গাছের মাথায়,' কাঠবিড়ালি যোগ করল।

'কোর্তার একটা হাতা ছিঁড়ে উড়ে গেছে, সবে আজ সকালে আমরা ওটা খুঁজে পেয়েছি,' ফড়িং বলল। 'তাড়াতাড়ি কোর্তায় ফের সেলাই করে লাগাতে হল।'

'এই বাড়িতে আমি এলাম কী করে?' আনাড়ি জিজ্ঞেস করল।

'আমরা আপনাকে ধরাধরি করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছি। আপনি সারা রাত উঠোনে পড়ে থাকবেন এ ত হয় না!' নীল ঝুমকো উত্তর দিল।

'আপনার যে তখন একেবারে মরার মতো অবস্থা,' খরগোস আবার বলল। 'কিন্তু মধুমালতী বলল আপনি বেঁচে গেলেও যেতে পারেন, কেননা আপনি... ওই যে... কী বলে... বেশ শক্ত ধাতের লোক।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক, আমি বেশ শক্ত ধাতের, কিন্তু আমার মাথাটা আরও বেশি শক্ত,' বুক ফুলিয়ে বলল আনাড়ি। 'আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে নির্ঘাত মাথায় ব্যাঘাত পেত।'





'আপনি হয়ত বলতে চান আঘাত, তাই না?' নীল ঝুমকো বলল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আঘাত,' শুধরে নিল আনাড়ি।

'কিন্তু আপনি না বললেন বেলুনে আপনি একা ছিলেন না?' নীল ঝুমকো জিজ্ঞেস করল।

'সে ত ঠিকই। আমরা ছিলাম ষোলজন। অবিশ্যি সত্যি বলতে গেলে কি ওই ভীতুর ডিম চৌকসটা প্যারাশুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তাই থাকল পনেরোজন।'

'বাকিরা সব তাহলে গেল কোথায়?' মিশি জিজ্ঞেস করল।

'জানি নে,' আনাড়ি কাঁধ ঝাঁকাল। 'ঝুড়িতে আমাকে ছাড়া আর কাউকে দেখেন নি আপনারা?'

'ঝুড়ির মধ্যে আমরা পেয়েছি শুধু ছবি আঁকার কিছু রঙ আর একটা ডাক্তারী ব্যাগ।'

'ওগুলো তুলিবুলির আঁকার রঙ, আর ব্যাগটা বটিকা-ডাক্তারের,' আনাড়ি বলল।

এই সময় দরজা খুলে গেল, ঘরের মধ্যে ছুটে এলো তুহিনা।

'ওরে শুনেছিস তোরা?' সে চেঁচিয়ে বলল। 'নতুন খবর! আরও একটা বেলুন মাটিতে পড়ে ফেটেছে। চৌদ্দজন খোকন ছিল তাতে। গতকাল সন্ধ্যায় শহরের কিনারায় ওরা পড়েছিল। সবে আজ সকালে, খুব ভোরবেলায়, আমাদের খুকুরা ওদের দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়।'

'আহা, চোট লাগে নি ত?' কাঠবিড়ালি আঁতকে উঠল।

'ও কিছু নয়,' তুহিনা হাত নেড়ে বলল। 'মধুমালতী বলেছে ওদের সারিয়ে তুলবে।'

আনাড়ি বলল, 'ওরা নির্ঘাত আমার বন্ধুরা। আমি এক্ষুনি হাসপাতালে যাই, গিয়ে জেনে নেব আমি কী ব্যাপার।'

নীল ঝুমকো বলল, 'আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।'

'আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব,' তুহিনা বলল।

ঠিক এই সময় নীল ঝুমকোর কপালে প্লাস্টারের গোল টিপটা দেখে সে দারুণ খুশি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'ওরে, কপালের এই টিপটাতে তোকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে! তোকে কিন্তু দারুণ মানাচ্ছে ভাই! কপালে টিপ লাগানো এটা কি নতুন ফ্যাশন নাকি রে? আমিও আমার কপালে ওরকম একটা লাগাতে চাই।'

নীল ঝুমকো উত্তর দিল, 'না, ফ্যাশন-ট্যাশন নয়। এটা প্লাস্টার। দরজায় গুঁতো লেগে গিয়েছিল।'

'ও, তাই বল!' তুহিনা হতাশ হয়ে গেল।

আয়নার কাছে ছুটে গিয়ে সে মাথায় টুপি পরতে লাগল।

চোখের পলকে ঘর খালি হয়ে গেল। সবাই এ খবর পাড়াপড়শীদের বলতে ছুটল।



Н. Носов
РАЗГОВОР ЗА СТОЛОМ
На языке бенгали

Nikolai Nosov
DUNNO TELLS OF HIS ADVENTURES
In Bengali



সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত



ছোট শিশুদের জন্য



আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে ‘আনাড়ির কাণ্ডকারখানা’ সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।

ISBN 5-05-000730-5
ISBN 5-05-001777-7